তারুণ্য বার্তা

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ-এর একটি অনলাইন বার্তাপত্র

বর্ষ ১, সংখ্যা ২১ | ৫ মে ২০২০

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ইয়ুথ লিডারদের উদ্যোগ

যখন করোনা মহামারীর লকডাউনেও মানুষ সচেতন নয়, সে সময় এলাকার মানুষকে সচেতন হওয়ার জন্য কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের একদল ইয়ুথ লিডার নিজেদের হাতের তৈরি ফেস্টুন লাগাতে ব্যস্ত। করোনা মহামারীর প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও গ্রামের মানুষেরা এখনও সচেতন নয়। ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের প্রাণ কেন্দ্র জমিদার পাড়া স্টেশনসংলগ্ন বাজারে বিকেলে সেই আগের মতোই দশগ্রামের লোকসমাগম ঘটে। ইয়ুথ ইন্ডং হাঙ্গারের স্থানীয় ইউনিটের সদস্য কাশেমদের মতো দায়িত্বশীল তরুণেরা এ অবস্থার পরিবর্তন করার উপায় খোঁজেন।

তারা অসচেতন মানুষদের সচেতন করার মাধ্যমে জনসমাগম বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট হন। ঢেমুশিয়া ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার এর সাবেক এবং বর্তমান সদস্যরা মিলে নিজেদের হাতে ফেস্টুন তৈরি করে পুরো স্টেশনসংলগ্ন বাজারে লাগিয়ে দেন। করোনাভাইরাস থেকে নিজেকে ও অন্যদের সুরক্ষিত রাখতে ঘরে থাকার আহ্বান জানান তারা। তাদের এই উদ্যোগ এলাকার সাধারণ মানুষ ভালোভাবে নেয় এবং এর ফলে বাজারে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার চর্চা এবং অপ্রয়োজনে গল্পগুজব করার প্রবণতা অনেকটা কমে গেছে।

কুমিল্লায় ইয়ুথ লিডারদের উদ্যোগে মানবিক সহায়তা

কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার আজগরা ইউনিয়নের একটি অনগ্রসর গ্রাম পাওতলী। করোনা পরিস্থিতির কারণে এ গ্রামের দিনমজুর, ভ্যান-রিক্সা চালক, ফুটপাতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছাতা ও তালা মেরামতকারী প্রভৃতি পেশার মানুষেরা এখন কর্মহীন হয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন। গ্রামের এই প্রান্তিক পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদানের জন্য এলাকার অবস্থাসম্পন্ন এবং প্রবাসে কর্মরত স্বচ্ছল ব্যক্তিদের নিকট হতে স্থানীয় ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের সদস্যরা গত মাসে প্রায় ৫১ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত অর্থ দিয়ে তারা গ্রামের সর্বাধিক সংকটে থাকা ৮৩টি পরিবারকে চিহ্নিত করে পরিবারপ্রতি পাঁচ কেজি চাল, দুই কেজি করে ডাল, আলু, এক কেজি করে পিঁয়াজ, আটা, মুড়ি, এক লিটার তেল এবং একটি করে সাবান বিতরণ করেন। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের সাবেক ইউনিয়ন কোর্ডিনেটর মোঃ মোর্শেদ আলমের তত্ত্বাবধানে আজগরা ইউনিয়নের বর্তমান কমিটির যুগ্ম কোর্ডিনেটর খাদেমুল ইসলাম, সদস্য মিনহাজুল আবেদিন ও মোঃ শাওনের নেতৃত্বে এই মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সবাই মিলে শপথ করি করোনা ভাইরাসমুক্ত গ্রাম গড়ি

মানুষের পাশে রূপগামের ইয়ুথ লিডার নুসরাত

"আসুন, সবাই মিলে শপথ করি, করোনাভাইরাসমুক্ত গ্রাম গড়ি" এই চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার দিবর ইউনিয়নের রূপগামের ইয়ুথ লিডার নুসরাত সিদ্দীকা তিন স্তরবিশিষ্ট মাস্ক তৈরি ও বিতরণ করেন। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া নভেল করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে মাস্কের দাম এবং সহজলভ্যতা না থাকায় নিজেই মাস্ক তৈরির উদ্যোগ নেন তিনি। তাকে বরাবরই উৎসাহ যুগিয়েছেন এলাকার নারীনেত্রী বুলবুলি বেগম। তিনিও নুসরাতকে মাস্ক তৈরির কাজে সহায়তা করেন। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের স্থানীয় ইউনিটের সদস্য নুসরাতের তৈরি ২৭৫টি মাস্ক এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দিবর ইউনিয়নের বাঁকরইল মাহলিপাড়া, পশ্চিমচাপড়া, দিবর আদিবাসীপাড়া, চাঁদপুর মিশন, রূপগ্রাম আদিবাসীপাড়ার আদিবাসী ও স্বল্পআয়ের মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

উপদেষ্টা: ড. বদিউল আলম মজুমদার, নাছিমা আক্তার জলি
সম্পাদক: শশাঙ্ক বরণ রায়, আমজাদ হোসেন রাজিব
প্রকাশনায়: ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ
সহযোগিতায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

yeh.bd@thp.org
yeh.thpbd.org | thpbd.org
facebook.com/YEHBD
হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬